বহুতল বাড়ি থেকে নিচের দেখা দৃশ্য : ক্লাস ৭-৮

(আরএস২এনডি ৮)

কাল ক্লাসে বসেই দেখলাম মেঘ সূর্যিমামার বেশ লুকোচুরি খেলা চলছে। তখনই মেঘদৈত্যিদের শাসিয়ে রেখেছি ‘তোমরা কিন্তু আজ একটু সবুর করো। আর যদি আসতেই হয় তবে রাতের নিকশ কালো অন্ধকারে গর্জিয়ে বর্ষিয়ে ছোট্ট খুদেদের ভয় পাইও।‘

তা এত কথা বলার উদ্দেশ্য কেবল একটাই আজ আমার বন্ধু রিমির জন্মদিনে ওর বাড়ি যাব কিনা। আজ প্রথম আমি ওর বাড়িতে যাব। কিন্তু মনের মধ্যে কেবল একটাই প্রশ্ন জাগছে, রিমি কেন ওর বাড়িতে সূর্যিমামা বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগেই যেতে বলল। তা রুটম্যাপ দেখে বাড়িটা খুঁজে বার করতে অসুবিধা কিছু হল না। তাড়াতাড়ি পৌঁছে তো আমি একেবারে হাঁ। আরে এই বাড়ি তো দেখি দিব্যি মেঘ বন্ধুদের সঙ্গে গল্প জুড়েছে। তা আমিও বুঝি ওদের খুব কাছেই পৌঁছে যাব কারণ ঠিকানায় লেখা ১০ তলা। রিমি আমাকে দেখেই বলল ‘কি রে কেমন লাগল বাড়িটা?‘ আমি তো বাক্‌হীন। তারপর আমরা পৌঁছে গেছি বাড়ির ছাদে। নিচে তাকাব এই কথা ভাবতেই বুকটা কেমন যেন ধড়াস্ করে উঠল। যদি পড়ে যাই!

চোখটা বন্ধ করে নিঃশ্বাস চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর চোখ খুলে নিচে তাকাতেই চক্ষু ছানাবড়া! মানুষগুলো কী সব পিঁপড়ের দল হেঁটে বেড়াচ্ছে! খেলনা গাড়িও যে ধোঁয়া ছাড়ে তা দেখে আমি অবাকই হলাম। আচ্ছা কেউ কি আমার পুতুলঘরের গাছগুলোকে খুলে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিল নাকি! আর ওই ছোট ছোট ঘরগুলো কি ভাইয়ের স্কুলের এক্সিবিশনের মডেল নাকি! ওই বাড়িগুলোর মধ্যে হলদে ছাতওয়ালা বাড়িটাই কি আমাদের? এত সব প্রশ্ন যখন মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে তখন নিজের গেয়ে একটা চিমটি কেটে বোঝার চেষ্টা করলাম যা ধেখছি তা সত্যি তো? আলবাৎ সত্যি আর আমি যে আজ স্বয়ংভগবানের কতটা কাছে পৌঁছে গেছি সেটা ভেবেই আমি তো ভয়ে কাঁটা। এই মরেছে, তিনিও আবার জিজ্ঞেস করবেন নাতো রোমের পতনের চ্যাপটারটা শেষ হয়নি কেন? যাত্রাপথের প্রশ্ন-উত্তর এখনও তৈরি হয়নি কেন? আচ্ছা এই বিশাল বহুতল গড়ে ওঠার জন্য ভগবান রাগ করেছেন বোধহয়, কারণ এর জন্যে ছাঁটা পড়েছে বহু গাছের মাথা, আর গায়ের বিষাক্ত ধোঁয়া ক্রমশ আকাশবাড়িতে হানা দিচ্ছে, ঝাঝড়া করছে আকাশ বাতাসের ফুসফুস!

(c) arked infotech 2014